এবং প্রায় এক বৎসর কাল মাতৃসন্দর্শনসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অসীম শারীরিক ও মানসিক কষ্টে মহর্ষির বাটীতে অতি-বাহিত করিতে হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শারীরিক পীড়া সকল হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পৈতৃক ভবনে গমন করিলেন এবং তথায় স্নেহময়ী জননীকর্ত্তৃক, সাদরে গৃহীত হইলেন উক্ত বৎসরের ১৯এ ডিসেম্বর মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র করুণার জন্ম হয়।

এই প্রকারে ১৮৬২ সাল অতিবাহিত হইল, ৬৩ সালের প্রারম্ভে তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বৎ-সরের ১১ই জানুয়ারি মাসে তিনি তাঁহার পুত্রের চূড়াকার্য্য সমাধা করিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি নিউবিয়া নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া মন্দ্রাজাভিমুখে যাত্রা করিলেন—এবং ২২এ তারিখে মান্দ্রাজের সাধারণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি বোম্বাই যাত্রা করিলেন। তথাকার টাউনহলে সমবেত অসংখ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকের নিকট বক্তৃতা প্রদান করিয়া, কেশব তথাকার গবর্ণর হইতে সামান্যলোক পর্য্যন্ত সকলেরই চিত্ত আক-র্ষণ করেন। উক্ত বৎসরের শেষভাগে তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গমন করেন এবং স্বীয় নৈসর্গিক বাগ্মীতা বলে, তথাকার লোক দিগকেও সাতিশয় চমৎকৃত ও নিতান্ত মুগ্ধ করেন এইরূপে ধীরে ধীরে কেশব মহত্বের সোপানে আরোহণ করিতে লাগি-লেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নব্যবঙ্গের অধিনেতা হইয়া উঠিলেন *

* ইংরাজি বাঙ্গালা ভাষায় অভিধানপ্রণেতা পরমবৈষ্ণব

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৬শে তারিখে গণেশসুন্দরীর বিবাহ ও অপরাপর কতিপয় কারণবশতঃ কেশব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মন্দিরের নিকট চিরজন্মের মত বিদায় লইলেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ১১ই নবেম্বর মাসে কেশব ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন এবং পরিশেষে তাহারই "নববিধান" নামকরণ করিলেন পরে "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত করিলেন ঐ বৎসরেই তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবিষ্কৃত খোল ও করতালের ব্যবহার প্রচলিত করিলেন। ১৮৬৬ সালে তিনি "জিজাস্ ক্রাইষ্ট্ ইউরোপ এণ্ড্ এসিয়া" নামক বক্তৃতা করেন উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া লর্ড লরেন্স্ সাহেব যৎপরোনাস্তি প্রীত হয়েন এবং সাগ্রহে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ১৯এ তারিখে লর্ড মেওর শাসনকালে তিনি

মহাত্মা রামকমল কেশবকে বাল্যকালে "বেসো" বলিয়া ডাকিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একদা পুত্র প্যারিমোহনকে বলিয়াছিলেন "প্যারি! তোমার পুত্র বেসো একজন অতি মহৎ লোক হইবে—সে ধর্ম্মসংস্কারক হইবে" প্রেতাত্মাবাদীগণ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, কেশবের জীবদ্দশায় রামকমলের প্রেতাত্মা সতত তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। বাস্তবিকই সুমধুর হরিপ্রেমপূর্ণ রামকমলের বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবের ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় পিতামহ ও পৌত্র উভয়েই সেই চিন্ময় নিরাকার অনন্তকে ভক্তি প্রেম নিকেতন "হরি" বলিয়া ডাকিতেন, উভয়েই সেই মাধুর্য্যময়ী বিশ্ববিজয়ী হরিনামে বিগলিত হইতেন। উভয়েই নিরামিষাহার করিয়া দিন যাপন করিতেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" উভয়েরই জীবনের মূল মন্ত্র ছিল।

স্যার হেনেরি ম্যানের স্বপক্ষতায় ব্রাহ্মবিবাহপ্রথার আইন বিধিবিদ্ধ করিয়া লয়েন

১৮৭০ সালের প্রারম্ভে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে দৃষ্ট হইল যে, কেশব বাবু বিলাতে যাইবেন এবং পরে ইহাও প্রকাশিত হইল যে, টাউন হলে কেশব বাবু "ইংল্যাণ্ড এণ্ড্ ইণ্ডিয়া" বিষয়ক বক্তৃতা করিবেন। বক্তৃতা হইল—বক্তৃতাস্থলে পাঁচ শত টাকা সাধারণের প্রদত্ত চাঁদায় সংগৃহীত হইল এবং আট শত টাকা তিনি বাটী হইতে প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের প্রারম্ভে দ্বাত্রিংশমাত্র বয়ঃক্রমকালে কেশব "পি, এণ্ড, ও, কোম্পানির" মুলতান নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন ইংরাজদিগের সভ্যতা ও উন্নতি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে ইংরাজগণ ভারতবর্ষের নরনারীগণের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক, উন্নতিবিষয়ে বিশেষ যত্ন লয়েন, সেই উদ্দেশ্যে, তিনি প্রবাসবাসে যাত্রা করিলেন। "মুলতান" সুনীল গভীর সিন্ধুর জল কাটিয়া চলিল, কেশব মুলতানোপরি স্বহস্তে আপন আহার পাক করিয়া ও অমৃতময় হরির গান গাহিয়া চলিলেন ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি ছয় মাস কাল অতিবাহিত করিলেন * এই স্বল্পকাল মধ্যে তিনি ইংলণ্ড

* ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি যাহা যাহা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল:—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ডাক্তার মার্টিনিউয়ের গির্জাঘরে (ভজনালয়ে) কেশব সর্বপ্রথমে ধর্মোপদেশক বক্তৃতা করেন উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে তিনি "ইউনাইটেড্ কিংডম্ এলায়েন্স" সভায় সুরাদি পানীয় দ্রব্যের ব্যবসায় নিবারিত করিবার জন্য মদ্যপানবিষয়ক

এবং স্কট্‌লণ্ডের বহুতর সভা ও মন্দিরে বক্তৃতা করিয়া আপামর সাধারণের নিকট প্রশংসাভাজন ও অসামান্য কীর্ত্তি-স্থাপন করেন। কেশবের নাম ভারতেশ্বরীর কর্ণে পৌছিলে, তিনি তাঁহাকে "উইণ্ডসর কাসেলে" নিমন্ত্রণ করিলেন এবং

একটী বক্তৃতা দেন—বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য চারি সহস্র লোক একত্রিত হয়েন। তাঁহার বক্তৃতার সূচনাকালে, চারি সহস্র ব্যক্তি এককালে দাঁড়াইয়া উঠেন এবং মহা আনন্দধ্বনি করেন। উক্ত বৎসরের ২৪শে মে স্পারজিয়ন্স্ টেবার্‌নেকলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্যতা" সম্বন্ধে কেশবের বক্তৃতা-কালেও চারিসহস্র ব্যক্তি সমবেত হয়েন এবং লর্ড লরেন্স বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরে ব্রিষ্টলে যাইয়া তিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির দর্শন ও তথায় উপবেশন করিয়া উপাসনা করেন। তদনন্তর তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করেন ও তথায় বিষম রোগাক্রান্ত হয়েন,—একজন দয়ালু ভদ্র ইংরাজ সপরিবারে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন ইহার পর ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত কেশবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, জেনারেল্ পন্‌সন্‌বি তাঁহাকে অতীব সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। তথায় কেশবের জন্য নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষাহার প্রস্তুত হয় এবং তিনি প্রাতর্ভোজন তথায় সমাধা করেন। দয়াশীলা ভারতেশ্বরী ও রাজকুমারী লুইস তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথনে ব্যাপৃত থাকেন কেশবের ভার্য্যার একখানি প্রতিকৃতি কেশবের নিকট হইতে উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া, ভারতেশ্বরী সাহ্লাদে গ্রহণ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে, মহারাণীর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী কেশবকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে, তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া ভারতেশ্বরী নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছেন। উক্ত পত্রের সহিত কেশব, মহারাণীর একখানি প্রতিমূর্ত্তি, প্রিন্স আলবার্টের বাল্য-

সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া স্বহস্তে নিজের ও প্রিয়পতি প্রিন্স এলবার্টের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপে ছয় মাস অতিবাহিত হইল, ইংলণ্ডবাসীগণ পাঁচ হাজার টাকা উপহার দিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্ণহৃদয়ে বিদায় দিলেন; তিনি সেই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্বে ইংলণ্ডবাসী অনেকেই প্রায় ভারতবাসীদিগকে জুলু ও বোয়রদিগের ন্যায় অসভ্য মনে করিতেন, কেশবকে দেখিয়া ও তাঁহার মনোহর ও হৃদয়োত্তেজক বক্তৃতামালা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের সে অজ্ঞানভাব অন্তর্হিত হইল—জনব্রাইট্, হেমেরি ফসেট্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতের হিতব্রতে দীক্ষিত হইলেন। আমাদিগের বিবেচনায় কেশবের বিলাতে যাত্রা ও তথায় বাস ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মঙ্গলময় ঘটনা।

কেশব ভারতে আসিয়াই ব্রাহ্মপরিবারবর্গের অবস্থিতির জন্য "ভারত আশ্রম" সংস্থাপন করিলেন। এক পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্র "সুলভ সমাচার" প্রকাশিত করিলেন—দোকানি, পসারি সকলেই সুলভপাঠে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদ সকল অবগত হইতে লাগিল এই সময়েই "ভারতসংস্কারক সভার"¶ ভিত্তি পত্তন করিলেন এবং "ফিমেল নর্ম্ম্যালস্কুল" ও তাহার সহিত একটী বালিকাবিদ্যালয়ও সংস্থাপন করিলেন।

কালের ইতিহাস এবং মহারাণীর স্বপ্রণীত "হাইল্যাণ্ড্ জারনালস্" নামক পুস্তকদ্বয় উপহার প্রাপ্ত হয়েন তৎপরে তিনি লণ্ডন, নটিংহাম লিবারপুল এডিন্‌বার্গ, গ্লাসগো প্রভৃতি অনেক স্থানে আপনার অলৌকিক বাগ্মীতার পরিচয় দেন।

¶ "ভারত সংস্কারক সভা" হিন্দু, মুসলমান, পারসি এবং ইংরাজ সম্প্রদায়গুলীতে গঠিত। ঐ সভা পাঁচ ভাগে বিভক্ত:-

পরে "ব্যাণ্ড্ অফ হোপ্" বা আশালতা নামে মদ্যপান নিবারিণী একটী সভাও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে খোলা হয়।

ক্রমে ক্রমে কেশবের সমাজের নব্যযুবকবৃন্দ পাশ্চাত্য ব্যক্তিদিগের অনুকরণ করিতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কেশব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষগণ যে যে নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার উৎকর্ষ সাধন করা, তাঁহাদিগের ক্ষমতায়ত্ত নহে ১৮৭২ সালে তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তঃপুরচারিণী রমণীবৃন্দকে পর্দ্দার বাহিরে আনিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন—কেশব অসম্মত হইলেন—কেশব ইউরোপীয় স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রথার একান্ত বিপক্ষ ছিলেন উত্তরোত্তর কলহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৭৩ সালে কেশবের কন্যার সহিত কুচবেহারের মহারাজের বিবাহ হইল। বিবাহকালে কন্যার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ মাত্র এবং মহারাজের সপ্তদশ মাত্র ছিল, এই বিবাহ লইয়া যুবকবৃন্দ কলহের বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, যে কেশব বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করিতে এতদূর সযত্ন, তিনি স্বয়ংই তাহার উৎসাহ দিতেছেন। তাঁহারা যথাসাধ্য এই বিবাহের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গের সৌভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হন নাই, বলা বাহুল্য বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া কেশব কুচবিহার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে বেদীচ্যুত করিয়াছেন! তিনি পুলিশের সাহায্যে তাঁহাদিগকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন

---

(১) নারীজাতির উন্নতি (২) বিদ্যাশিক্ষা (৩) সুলভমূল্যের সাহিত্য (৪) মদ্যপান নিবারণ (৫) দান।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

মহিমার্ণব প্রিন্স্ অব ওয়েল্সের ভারতে শুভাগমন স্মরণার্থে তিনি "আলবর্ট হল" স্থাপন ও পরে "ক্যালকাটা স্কুলকে" কালেজে পরিণত করেন। নারীদিগের জন্য "ভিক্টোরিয়া কলেজ" প্রতিষ্ঠিত করেন; "নিউডিস্পেনসেসন" বা "নববিধান" নামক এক ইংরাজি পত্র প্রচারিত করিয়া স্বয়ং তাহার সম্পাদকীয় ভার লয়েন। একটী নাট্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং তাহার একজন অভিনেতা হয়েন এবং নিজকৃত প্রেমভক্তি বিজড়িত "নববৃন্দাবন" নাটকের পুনঃ পুনঃ অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করেন এবং বাল্যকালের ন্যায় পুনর্ব্বার যাদুকর সাজিয়া রঙ্গালয়ে দর্শন দেন। এই সময়ের কিয়ৎকাল পরে তিনি "যোগফিলজফি" ও "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন।

১৮৮৩ সাল হইতে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি রমণীয় সিমলা শিখরে যাইলেন কিন্তু মৃত্যুর ছায়া তাঁহার উপর পতিত হইল—তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন—কলিকাতার প্রধান প্রধান চিকিৎসকমাত্রেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই তাঁহাকে আরোগ্য করিতে সফলপ্রযত্ন হইতে পারিলেন না! প্রিয়পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য জগৎপতির ইচ্ছা হইল! ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি বেলা নয়টা পঞ্চাশ মিনিটের সময় শোকবিহ্বল প্রিয় পরিবারবর্গ, শিষ্য ও সহচরগণকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশব জগতের লীলা শেষ করিলেন! ভারত প্রিয়পুত্র শোকে কাঁদিল।

তিনি চারি পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

জ্যেষ্ঠপুত্র করুণা বাবু, এখনও কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন নাই, অপর তিনটি পুত্র আলবার্ট কালেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠকন্যা কুচবেহারের মহারাণী হইয়াছেন এবং মধ্যম কন্যার কুচবেহারের মহারাজার ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কুমার গজেন্দ্র-নারায়ণের সহিত বিবাহ হইয়াছে কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডের সাইরেন্‌সেষ্টার কলেজে কৃষিবিদ্যায় উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন আর কেশবের সেই স্নেহময়ী জননী—যাঁহার প্রতি তিনি জীবদ্দশায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ভক্তিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী,—যিনি কি বিপদে, কি সম্পদে, দেবকন্যার ন্যায় তাঁহার পার্শ্বে বিরাজিতা থাকিতেন—তাঁহারা তাঁহার বিয়োগ-শোকে ম্রিয়মাণ না হইয়া রহিয়াছেন।

কমলকুটীরের দেবালয়ের সম্মুখে কেশবচন্দ্রের একটি সমাধি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই সমাধিস্তম্ভের মধ্যে কেশব-চন্দ্রের দেহের ভস্ম ও অস্থি আছে। তাঁহার ভস্ম ও অস্থি প্রথমে এক রৌপ্যপাত্রে রাখা হয়; পরে সেই রৌপ্যপাত্র, এক শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত আধারের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সহিত একখানি পিত্তলের ফলকে খোদিত কেশবচন্দ্রের ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় নাম এবং তাঁহার প্রণীত একখানি ইংরাজি "যোগফিলজফি" নামক গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে এই সমাধিস্তম্ভটী অতীব সুদৃশ্য। তাহার ভিত্তি ইষ্টকনির্ম্মিত, ভিত্তির উপরিভাগে লালপ্রস্তর নির্ম্মিত চতুষ্কোণ গঠন, তাহার উপরিভাগ সমস্ত ইটালিদেশীয় বহুমূল্য প্রস্তরে গঠিত। মধ্যে

যে বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রস্তর, তাহার পশ্চিমদিকে ইংরাজিভাষায়, পূর্ব্বে পারস্যভাষায়, উত্তরদিকে সংস্কৃত ভাষায় এবং দক্ষিণে বাঙ্গালাভাষায় লেখা আছে।

সংস্কৃতভাষায়, দেবনাগর অক্ষরে লেখা :—

"শ্বসিতমিব পরেশানন্দ উদ্যন্নতো যৎ
প্রবহতি জনচিত্তে কেশবঃ সিদ্ধনামা।
খরসজলধিশীতাং শৌ চ শাকেঽত্র মার্গে
বিশিখমিতদিনে দ্যোরাগমচ্চন্দ্রশোভী॥
রত্নদাম স বিধায় বিধানৈঃ
সূত্রতাং স্বযমুপেত্য কৃতার্থঃ।
স্বর্গতে হক্ষভুজসক্তসহস্যে
বাণরন্ধ্র হরিদিন্দুগশাকে॥" *

---

*। "ঈশ্বরের আনন্দ ইহাঁ হইতে উত্থিত হইয়া লোক সকলের চিত্তে প্রবাহিত হয়, এ জন্য চন্দ্রের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট অথচ চন্দ্রযুক্ত কেশব * এই নাম প্রসিদ্ধ। ইনি ১৭৬০ শকের ৫ অগ্রহায়ণ স্বর্গ হইতে আগমন করেন অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করেন।

বিধানসমূহযোগে রত্নহার নির্ম্মাণ করত স্বয়ং উহার সূত্র হইয়া স্বকার্য্য সাধনানন্তর ১৮০৫ শকের ২৫ পৌষ স্বর্গে গমন করেন"—সুলভ সমাচার হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গলাভাষায় লেখা :—

"শ্রীনববিধান।

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

জন্ম—সোমবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৬০ শক।

স্বর্গারোহণ—মঙ্গলবার ২৫ পৌষ, ১৮০৫ শক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

চারিদিকের লেখার উপরের প্রস্তরে চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা অঙ্কিত। তদুপরি অষ্টকোণবিশিষ্ট স্তম্ভ স্তম্ভের শিরোভাগে নববিধানের নিদর্শন, অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্র, তৎপরে বৈষ্ণবদিগের খুন্তি, তৎপরে শৈবদিগের ত্রিশূল, তৎপরে খৃষ্টানদিগের ক্রুশ, সর্ব্বোপরি বৈদান্তিকদিগের ওঁকার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের একটী সুন্দর প্রতিকৃতি হইতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই পরম মনোহর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণে দেড় সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়াছে।



৺কৃষ্ণদাস পাল।

ভারত-রত্ন

কৃষ্ণদাস পাল।

"Be my epitaph writ on my country's mind,
He served his country, and he loved his kind."

"In him Bengal has lost her foremost son, India her brightest ornament, the British Empire its strongest pillar."

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে মহামান্য রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। * তিনি প্রথমতঃ ওরিয়ান্ট্যাল সেমিনারিতে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন; পরে 'কয়েক বর্ষ' রেভারেণ্ড মরগ্যান সাহেবের শিক্ষাধীনে থাকেন তদনন্তর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুমেট্রোপলিটান" কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্যাপটেন্ ডি. এল. রিচার্ডসন, ক্যাপটেন্ এফ. পামার, ক্যাপটেন্ হ্যারিস, উইলিয়াম কারক্ প্যাট্রিক, উইলিয়াম মাষ্টারস্, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়, সুযোগ্য, সুবিখ্যাত, অধ্যাপক মহো-

* কেহ কেহ বলেন, ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয় কাঁসারি পাড়ার পালবংশ বনিয়াদি ইহাঁরা জাতিতে তিলি। এক সময়ে তুলার ব্যবসায়ে এই বংশীয় কোন ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হয়েন কালসহকারে ব্যবসায়ে বিশেষ ক্ষতি হওয়ায় এই বংশ পুনর্বার দুর্দ্দশাপন্ন হয়। কৃষ্ণদাসের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল পুত্রশোকে মৃতপ্রায় ছিলেন, বিগত ২২এ ভাদ্র তাঁহারও কাল হইয়াছে।

দয়গণের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে বসিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করেন।

তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ইংরাজি প্রত্যাহিক সংবাদপত্রে এবং সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি "মর্ণিং ক্রণিকল" "হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্‌সার" "সিটিজেন্" "ফিনিক্স" "হরকরা" "হিন্দুপেট্রিয়ট" "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড" প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রে নিয়মিতরূপে এবং "ইংলিসম্যানে" সময়ে সময়ে লিখিতেন এবং কাণপুর হইতে "সেণ্ট্রাল্‌ষ্টার" নামে যে একখানি উৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশিত হইত, "ব্ বার্ড" নাম ধারণ করিয়া তিনি তাহার কলিকাতার সংবাদদাতা হয়েন। সুপ্রসিদ্ধ মৃত মহাত্মা কাশীপ্রসাদ ঘোষ "হিন্দুইণ্টেলিজেন্সার" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হইলে লর্ড ক্যানিং উহার প্রচার বন্ধ করেন। এই পত্র লুপ্ত হইলে কৃষ্ণদাস পেট্রিয়টের লেখকশ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং উহাতে "সিপাহিবিদ্রোহ" সম্বন্ধীয় কতিপয় অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। যখন পেট্রিয়টে তিনি প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি ২৪ পরগণার জজ আদালতের অনুবাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন তত্রত্য তদানীন্তন জজ ল্যামটুর সাহেব তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, এজন্য তাঁহাকে উক্ত কার্য্য অল্পকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিতে হয়। কার্য্যত্যাগের অনতিকাল পরেই পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাসের লিপিপটুতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্‌সভার এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি অর্থাৎ সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করেন। এই পদ প্রাপ্তি বিষয়ে কৃষ্ণদাস হরচন্দ্র

বাবুর নিকটও বিশেষ ঋণী। যে সময়ে কৃষ্ণদাস উক্ত সভার সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইলেন, তখন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার প্রেসিডেণ্ট, মহারাজা কালী-কৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ভাইস প্রেসিডেণ্ট এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সভাপাত। কৃষ্ণদাস বাবুর লেখনীপ্রসূত "ইয়ংবেঙ্গল ভিণ্ডিকেটেড্" নামক সন্দর্ভটি কলিকাতার স্মল কজ-কোর্টের তাৎকালিক বিচারক সুপ্রসিদ্ধ বাবু হরচন্দ্র ঘোষের ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হরচন্দ্র বাবু কৃষ্ণদাসের প্রধান সহায় ও প্রতিপালক ছিলেন। কৃষ্ণদাস বাবুর উক্ত সন্দর্ভটি হরচন্দ্র বাবুর নামে উৎসর্গীকৃত এবং জনসাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসিত হয় তৎপরে তিনি "ইণ্ডিগো কাল্‌টিভেশান" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ এবং ভারতবর্ষবাসীমাত্রেই রাজভক্ত, ইহা সুন্দররূপে প্রমাণিত করিয়া "দি মিউটিনিস্ এণ্ড দি পিপল্" নামক একটি সুদীর্ঘ সন্দর্ভ রচনা করেন

১৮৬০ খৃঃ অব্দে স্বদেশহিতৈষী এবং সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়, নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করিলে, মান্যবর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় 'হিন্দুপেট্রিয়টের' সমস্ত স্বত্বাধি-কারী হয়েন এবং উক্ত পত্রের সম্পাদকীয় ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন হিন্দুপেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে হিন্দুপেট্রিয়ট ক্রমে ক্রমে বিলয়োন্মুখ হইতেছিল, কিন্তু রায় বাহাদুর মহোদয়ের সুযোগ্য হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার [redacted] হওয়াতে, ইহা পুনরায় নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল এবং নূতন শ্রী ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। অতি প্রিয় "হিন্দুপেট্রিয়ট"র উন্নতির জন্য সুযোগ্য

সম্পাদক মহোদয়ের যত্নের কিম্বা পরিশ্রমের কিঞ্চিন্মাত্রও ত্রুটি ছিল না; দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যে হিন্দুপেট্রিয়টের ভার তাঁহার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয়, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভার তিনি হস্তান্তর করেন নাই

অশেষ গুণালঙ্কৃত ভক্তিভাজন মান্যবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়, কলিকাতা পুলিশের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব দি পিস্, মিউনিসিপাল কমিসনার, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বেঙ্গল লেজিস লেটিভ কাউন্সেলের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি মাসে সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীর দরবারে তিনি রায়-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হয়েন ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ১৪ই আগষ্টমাসে বেলভিডিয়ারে, বঙ্গদেশের মহামান্য ছোট লাট সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্নে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল ।——

"বাবু, বিগত বৎসর হইতে আপনি বঙ্গবাসীদিগের সাধারণ হিতকর বিষয়সমূহে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। স্বদেশীয়দিগের হিতানুষ্ঠানের জন্য, উন্নতির জন্য, আপনি একাগ্রতার সহিত, অনন্যদেশা ও অনন্যচিত্ত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন এবং আপনার জন্যই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রগণ, এতদূর মান্য ও উৎকৃষ্ট আসন প্রাপ্ত হইয়াছে আপনি লেজিসলেটিভ কাউন্সেলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিসনার এবং নানা বোর্ড ও কমিটির মেম্বর হইয়া প্রতিষ্ঠার সহিত, গৌরবের সহিত কার্য্য করিয়াছেন এবং নিরবচ্ছিন্ন সন্তোষের সহিত আপনি যে গবর্ণমেণ্টের নানা মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য

গবর্ণমেণ্ট আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ এবং সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনাকে "রায়বাহাদুর" পদবী প্রদত্ত হইয়াছে"

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর "সি, আই, ই" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কলিকাতা এবং মফস্বলবাসী ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য, নিরহঙ্কারত্ব, সরলতা এবং উদারচরিত্রতার জন্য বিশেষ আদর করিতেন। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের শুভ সাধনের জন্য তিনি সততই প্রস্তুত ছিলেন এবং প্রত্যেক সাধারণ সভায় তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত যোগদান ও সহায়তা করিতেন গুরুতর সম্পাদকীয় ভার শিরে গ্রহণ করিয়া তিনি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বিশেষ বিশ্বাসের ও আদরের পাত্র হয়েন এবং রাজনৈতিক জগতে তিনি বিশেষ খ্যাতি ■ প্রতিপত্তি লাভ করেন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি সভ্য জগতে একটি অক্ষয় অনন্ত কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; যাহাহউক, তাঁহার সামাজিক বিজ্ঞতাও রাজনৈতিক উৎকর্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই বিশেষ ন্যূন ছিল না। শুদ্ধ বঙ্গদেশের নহে, ভারতের অন্যান্য অংশের সামাজিক বিষয়েরও তিনি অপরিসীম উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

মান্যবর রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর নিজ সৌভাগ্যসোপানের আপনি নির্ম্মাতা এবং কেবলমাত্র পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায় সহায় করিয়া যে মনুষ্য মাত্রেই উন্নতির চরমসীমায় অধিরোহণ করিতে পারেন তিনি তাহার একটী জাজ্জল্যমান উদাহরণ ৮

সুবিখ্যাত জন ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব "পিলারস্ অব দি এম্‌পায়ার্" (রাজ্যের স্তম্ভাবলী) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "উত্তর ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে সয়েদ আমেদ খাঁ যে প্রকার সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধর্ম্মের বিভিন্নতা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি অনেক কারণ বিদ্যমান থাকা বশতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে ঠিক সেই প্রকার সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন কাহারও নাই। যাহা হউক একজন মাত্র হিন্দু—যিনি সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশক ও প্রচারক, যাঁহার নাম কিয়ৎকালপূর্ব্বে সাধারণ ইংরাজমাত্রেই শ্রবণ করিয়াছেন, যিনি জাতীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অপার জলধিপার ইংলণ্ডে অদ্বৈতবাদিত্ব প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, যিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের ন্যায় জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্র পর্য্যন্ত "একমেবা দ্বিতীয়মের" গম্ভীর শব্দে প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, সেই মহাত্মন্ বাবু কেশবচন্দ্র সেনও—সেই মহামান্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের তুলনায় সামান্য ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" অশেষ গুণালঙ্কৃত মান্যবর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে হিন্দুদিগের প্রচুর প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের অধিনেতা বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেন তাঁহার মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী সহযোগীর ন্যায় তিনিও কেবল মাত্র তাঁহার কার্য্যকুশলতা, দক্ষতা, মহানুভাবতার জন্যই, সমসাময়িক প্রধান ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। সংবাদপত্রের সহায়েই তিনি প্রথমতঃ কীর্ত্তিদেবীর সহিত পরিচিত হয়েন। কেবল তাঁহারই অপরিসীম যত্নে ও অধ্যবসায়-গুণে "হিন্দুপেট্রিয়ট"

ভারতবর্ষের অধুনাতন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া রহিয়াছে। সুশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় সকলেই আগ্রহের সহিত হিন্দুপেট্রিয়ট্ পাঠ করিয়া থাকেন।

কিছুকাল পূর্ব্বে মহাত্মা কৃষ্ণদাসের সহিত আমাদের ভূতপূর্ব্ব মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর জর্জ ক্যাম্পবেলের, কতকগুলি রাজকীয় বিষয় লইয়া বিসম্বাদ উপস্থিত হয়; এবং প্রেসএক্ট্ অর্থাৎ বঙ্গীয় সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণকারী আইনের আন্দোলনের সময় তিনি বলেন যে, "বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রসকল অপেক্ষায় বাঙ্গালীর দ্বারা সম্পাদিত ইংরাজি ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রই অধিকতর রাজবিদ্রোহীভাবে পূর্ণ এবং তন্মধ্যে "হিন্দুপেট্রিয়টই" অগ্রগণ্য।" বস্তুতঃ হিন্দুপেট্রিয়ট্" অপেক্ষা রাজভক্ত পত্র ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আছে কি না, সন্দেহ। সংক্ষেপতঃ, পাল মহোদয় একশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের, জমীদারগণের এবং "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের" উন্নতির জন্য সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন। ভারতবাসীগণ আজ পর্য্যন্ত, ইংরাজি সভার অনুকরণে, যতগুলি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অতি ক্ষমতাশালী এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গে সংগঠিত। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" ব্যতীত বাঙ্গালীদিগের রাজনৈতিক সভা আর দ্বিতীয় ছিল না। কৃষ্ণদাসের উন্নতির সহিত, উক্ত সভার উন্নতি—কৃষ্ণদাসেরই যত্নে উহার শ্রীবৃদ্ধি—এবং তিনিই উহার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। বঙ্গমাতা আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রধান প্রধান যশস্বী লেখক এবং বাগ্মী

প্রসব করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই মহাত্মা যে অগ্রগণ্য এবং তিনি যে উন্নতির প্রকৃত সুহৃদ, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন

বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল, "মেন্ এণ্ড ইভেণ্টস্ অব মাই টাইমস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষে যদি কেহ রাজনৈতিক থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিজাম অব হাইদ্রাবাদের সচীবশ্রেষ্ঠ স্যার সালার জঙ্গ এবং কৃষ্ণদাস পাল মহোদয় বঙ্গের স্যার সালার জঙ্গ " একি সামান্য শ্লাঘার বিষয়। একি সামান্য গৌরবের বিষয়! পরাধীন জাতি রাজনীতিজ্ঞ হইবে, একথা একরূপ অসম্ভব, বাঙ্গালীগণ বহুকাল পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের জাতীয় নৈসর্গিক উৎকৃষ্ট গুণ সকল অন্তর্হিত হইতেছে—এমন সময়েও, ঘোর ঘন ঘটায়-সৌদামিনীর প্রভা! ধন্য বঙ্গভূমি, তুমি যে পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছিলে তাঁহারই জন্য তোমার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে রাজনৈতিক চাণক্য লিখিয়াছেন, "একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি নচ তারাগণৈরপি।"

উক্ত মহাত্মার বিবিধ সদগুণ, অভিজ্ঞতা, মহানুভাবতা এবং স্বদেশোপকারিতার সম্মানের জন্য, তিনি বঙ্গদেশের মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপকসভার অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন। উক্তসভায় তিনি তাঁহার কার্য্যচতুরতা, বাক্‌পটুতা এবং ন্যায় তর্কের পারদর্শিতা গুণে বিশেষ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন তাঁহাকে এই বহুসম্মানসূচক পদ প্রদানের জন্য, সমগ্র বঙ্গবাসীগণ বিশেষতঃ কলিকাতাবাসীগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হয়েন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা

বঙ্গদেশের লোকেরাই রাজকীয় উচ্চতম কার্য্য সকলে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ আগ্রহ উক্ত কার্য্য সকলে তাঁহাদিগের অদ্বিতীয় যোগ্যতা এবং দক্ষতাই এই আগ্রহাতিশয়ের মূলীভূত কারণ যাহাতে এতদ্দেশীয়গণ বিশেষ সম্ভ্রমসূচক এবং গুরুতর কার্য্য সকলে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এই পক্ষপাতশূন্য এবং সদাশয় প্রথা প্রচলিত হইবার জন্য আমাদিগের মান্য সদস্য মহোদয় নিরতিশয় চেষ্টিত ছিলেন। এই শুভকর নিয়মের প্রতি আমাদের পক্ষপাতবিবর্জ্জিত, ন্যায়বান্ এবং প্রজাবৎসল, গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টিপাত সবিনয়ে নিতান্ত প্রার্থনীয়। কৃষ্ণদাস তেজস্বী, মনস্বী, উদার, অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন. লোকের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত মনের পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়—দরিদ্রের পুত্র উচ্চপদস্থ হইলেই অহঙ্কারের বশীভূত হইতে দেখা যায়। কিন্তু কৃষ্ণদাস—যে কৃষ্ণদাসের বাটীতে কত শত রাজা, মহারাজা গড়াগড়ি যাইতেন- যে কৃষ্ণদাস স্বাবলম্বন গুণে, নৈসর্গিক প্রতিভাবলে, সৌভাগ্যের চরমসীমায় অধিরোহণ করেন, যে কৃষ্ণদাসকে ছোটলাট, বড়লাট ক্রোড়ে করিয়া নাচিতেন—সেই কৃষ্ণদাসের এতাদৃশী অশ্রুতপূর্ব্ব সৌভাগ্যেও স্বাভাবিক অমায়িকতার, সরলতার, নিরহঙ্কারিতার কিছুমাত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নাই কৃষ্ণদাসের পিতাও পুত্রের ন্যায় নিরহঙ্কারী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। একদা কোন কার্য্যবশতঃ মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সার ষ্টুয়ার্ট হগ্ কৃষ্ণদাসের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি অশ্ব হইতে একলম্ফে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই অশ্বের বল্গা ধরিবার জন্য লোক খুঁজিতেছিলেন—চারিদিকে কাহাকেও

দেখিতে পাইলেন না—দ্বারদেশে মলিনবসন পরিয়া একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট ছিলেন, সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া বলগা ধরিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস উপর হইতে নামিয়া আসিয়া অবিচলিত-স্বরে অকৃত্রিম সরলতার সহিত বলিলেন, "সাহেব, ইনি আমার পিতা।" সাহেব অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

বিজ্ঞতম, সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহোদয় ইংরাজী ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইংরাজীভাষায় রচনাশক্তি [illegible] বাগ্মীতার জন্য তিনি সকলের নিকট বিশেষ আদৃত [illegible] পরিচিত। আজি কালি অনেকেই ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা [illegible] বক্তৃতাদিও করেন সত্য, কিন্তু প্রায় অনেকেরই ইংরাজী নানা দোষে দূষিত ও ভ্রমপ্রমাদাদিতে কলঙ্কিত। ইংরাজগণ এ প্রকার ইংরাজিকে "বাঙ্গালাভাঙ্গা ইংরাজি" বা "বাবু ইংরাজি" বলিয়া পরিহাস [illegible] বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাসের ভাষা বিশদ, প্রাঞ্জল এবং বিলক্ষণ ন্যায়সঙ্গত। তাঁহার ভাবের প্রগাঢ়তা এবং রচনার পরিপাটি শুদ্ধির জন্য তিনি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। যশস্বী বাগ্মীদিগের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা সারগর্ভ এবং যুক্তিযুক্ত। অমর কবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "কতকগুলি লোক মহৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কেহ পরিশ্রম করিয়া মহত্ত্ব উপার্জ্জন করেন, কাহারও উপর বা মহত্ত্ব চাপাইয়া দেওয়া হয়।" কৃষ্ণদাস মহৎ হইয়া জন্মান নাই, মহত্ত্ব তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়াও হয় নাই; মহত্ত্ব উপার্জ্জন করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সার উইলিয়াম গ্রে মহোদয় কৃষ্ণ-দাসকে [illegible] কলিকাতার [illegible] একজন [illegible]

ট্যাক্সের এসেসরী পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। অপর এক সময়ে নাইট প্রভৃতি সাহেবেরা তাঁহাকে কলিকাতা মিউনিসপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যানের (সহকারী সভাপতির) কার্য্য লইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদকীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমি এ পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। একটী নগরের কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত হইয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করা অপেক্ষা সমগ্র দেশের সাধারণহিতকরকার্য্যে জীবনোৎসর্গ করাই আমার বাঞ্ছনীয়।"

কৃষ্ণদাস মিউনিসিপালিটির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। এই যে মিউনিসিপালিটি আজ এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এতদূর কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছে, সে কেবল তাঁহারই অধ্যবসায় প্রভাবে—তাঁহারই উদ্যমশীলতাগুণে। আজি যে ভারতে সায়ত্বশাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেও সেই কৃষ্ণদাসের যত্নে ও চেষ্টায়। আজি যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, মিউনিসিপালিটির বর্ত্তমান দুরবস্থার—কমিশনারদিগের শোচনীয় অবস্থার—অবশ্যই প্রতীকার হইত, সায়ত্ব শাসনপ্রণালীর ভবিষ্যৎ আকাশে যে ক্ষুদ্র মেঘ লক্ষিত হইতেছে তাহা অপসারিত হইত, সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়কে শ্রীকৃষ্ণাবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পালবংশাবতংস কৃষ্ণদাস যে বঙ্গভূমির কতদূর উপকার সংসাধন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে বঙ্গবাসীগণ কি অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ, তাহা বর্ণনাতীত তিনি কত শত দীনহীন দরিদ্রগণের আজীবন ভরণ পোষ-

নের উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কত নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

চাকুরীপ্রার্থী শত শত লোক প্রত্যহ তাঁহার নিকটে সম্মিলিত হইতেন এবং অনেককেই প্রায় স্বল্পকালের মধ্যেই স্বস্বাভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইত যাহাহউক, এক জন ব্যক্তি সকলের উপকার করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, বিশেষতঃ তিনি যখন গুরুতর সম্পাদকীয় ভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন যখন তাঁহাকে কর্ত্তব্যের অনুরোধে চাটুবাদ পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়কে শিরোধার্য্য করিয়া উচ্চতম বা অধস্তম পদধারী সকলকেই যথার্থ বাক্য বলিতে হইত, সকলেরই দোষ গুণ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইত, তখন তিনি এবম্প্রকার কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাঁহার মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন কি শত্রুর সংখ্যার তালিকার আয়তন স্ফীত করিয়াছেন, তাহা সকলেই প্রতীতি করিতে পারেন সুতরাং তিনি যে একক সকলেরই মনোরথ সুসিদ্ধ করিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্ত দুরপরাহত, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহা হউক তাঁহারও অল্প যে তাঁহার যত্নের ত্রুটি ছিল না, ইহাই যথেষ্ট

অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সংবাদ পত্রাদির স্তম্ভে লিখিতে সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ তাঁহার বাইশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রমকালে, জোড়াসাঁকোনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহোদয়ের বাটীতে ভারতের হিতচিকীর্ষু মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের স্মরণার্থ সভার অষ্টাদশ বাং-সরিক অধিবেশনে [illegible] ৺রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভার

পতির আসন পরিগ্রহ করেন এবং পাল মহোদয়, হেয়ার সাহেবের স্বভাবজ দয়া, পরোপকারিতা, ভারতের হিতসাধনকল্পে একাগ্রতা প্রভৃতির উপর একটী সুদীর্ঘ এবং সুন্দর বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় প্রদান করেন স্বদেশানুরাগী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সেলের মন্তব্য প্রকাশক বক্তৃতাকলাপ দ্বারা এতদ্দেশীয় রাজবিধিসংস্করণ সম্বন্ধে যে কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা মনোমধ্যে অনুধ্যান করিলে বঙ্গবাসীগণ অপরিসীম হর্ষ ও কৃতজ্ঞতাসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। ভারতের হিতসাধক শত শত বিষয় তাঁহার আগ্রহে,যত্নে ও পরিণামদর্শিতার বলে বিধিবদ্ধ হয়।

তাঁহার সাধারণ বক্তৃতাবলী যেমন মনোহর,তেমনি হৃদয়োত্তেজক—অসাধারণ তেজস্বিতা ও ওজস্বিতা গুণে বিভূষিত। বক্তৃতার ভাষা যেমন সুন্দর, তেমনি স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারিতে উড়িষ্যাবাসীগণকে দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রপীড়ন হইতে উদ্ধারবাসনায় সাধারণের নিকট হইতে আনুকূল্য প্রার্থনার জন্য, কলিকাতার সেরিফ মহোদয়ের উদ্যোগে টাউনহলে, এক বিরাটসভার অধিবেশন হয়। তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময় ইংলণ্ড হইতে লর্ড ক্রেনবরো লিখিয়া পাঠান যে, "ইংলণ্ডের নিকট ভারত এতদুপলক্ষে কোন আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে পারেন না।" এজন্য ভারতের অপরাপর স্থান সকল হইতেই বিপদাপন্ন উৎকলবাসী ভ্রাতৃগণের আনুকূল্য সংগ্রহের প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহোদয় উক্তসভায় একটী রাজভক্তিপূর্ণ

অতীব সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন; তিনি উপসংহারকালে বলেন যে, "ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যশালী কিরীটীদিগের নিকট আবেদন করিলে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কখনই ব্যর্থ হইবে না। যাঁহাদিগের ধারাবাহিক দানশীলতা জগৎ প্রসিদ্ধ, তাঁহারা কখনই ভারতেশ্বরীর পরম প্রিয় প্রজাবৃন্দের, বিশেষতঃ যাহারা তাঁহাদিগেরই ন্যায় পরম পবিত্র আর্য্যবংশসম্ভূত, যাহাদিগের ধমনীতে সেই আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে, যাহারা তাঁহাদিগের সহিত ভ্রাতৃসূত্রে বদ্ধ, তাহাদিগের এই বিষম দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহারা কখনই সহানুভূতি প্রদর্শনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। তাহারা অবশ্যই তাঁহাদিগের রাজকীয় বদান্যতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে। সম্প্রতি (ষ্টেট সেক্রেটারির) অধ্যক্ষের নিকট হইতে তাড়িত বার্ত্তাযোগে, মহামান্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, আমরা ইংলণ্ডের নিকট অর্থসাহায্য প্রতীক্ষা করিতে পারি না, একথা এস্থলে অদ্য রজনীতে উল্লেখ হইয়াছে। এই সংবাদে আমাদিগের সকলকেই নিতান্ত নিরুৎসাহ ও বিষম দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। বিপদের সময় ভারতকে সাহায্যদানে ইংলণ্ডের পরাঙ্মুখতার, এই প্রথম উদাহরণ। অতি অল্প দিন হইল, ইংলণ্ড কুইবেকের আনুকূল্য করিয়া, নিজ উদারতার ও মহান্ প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি বিশেষ কারণ না থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ডের মহত্ত্বের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ, ভারতের সকরুণ আবেদনও কখনই প্রত্যাখ্যান করিতেন না। যাহা হউক আমরা [illegible] সহিত আশা করিতেছি [illegible] নিরাকরণ

হউক এবং আমরা পুনরায় তাঁহার নিরুপাধি দয়া মুক্তহস্তে লাভ করি। কিন্তু লর্ড ক্রেনব্রোর সংবাদ আমাদিগকে একটী উচ্চ নীতি শিক্ষা দিতেছে—পরসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, আপনাদিগের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করা, আত্মাবলম্বী হওয়া, আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভারতের শাসনকর্ত্তা শাসিত ব্যক্তি; ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয়, রাজা এবং প্রজা, আইস, আমরা সকলে মিলিয়া ঐকেক্য হইয়া, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি, 'ভারত পরপ্রত্যাশী নহে—ভারত আপনার উপর নির্ভর করিতে শিখিয়াছে'।"

তদনন্তর ১৮৭০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসের ১৮ই তারিখে, ভীষণ ইন্‌কাম্ ট্যাকস্ রহিত করণার্থে ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারির নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিবার জন্য, টাউনহলে, কলিকাতা ও উপনগরবাসী ব্যক্তিবৃন্দের যে মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে উক্ত মহাত্মা আপনার হৃদয়োন্মাদী বাগ্মিতার সুন্দর পরিচয় প্রদান করেন। পরে মহামহিমার্ণব যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ভারতবর্ষে শুভাগমন হইলে, তাঁহাকে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করা হইবে, তাহা স্থিরীকৃত করিবার ১৮৭৫ সালের ৩১এ জুলাই মাসে কলিকাতাবাসী ব্যক্তিবর্গের প্রকাণ্ড সম্মিলনীতে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই নিতান্ত চমৎকৃত একান্ত আহ্লাদিত হইয়া সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে যেন মূর্ত্তিমান্ রাজভক্তির চিহ্ন দেদীপ্যমান ছিল তাঁহার বদননিঃসৃত অমৃতময়ী বাক্যগুলি যেন স্নেহশীলা প্রজাবৎসলা ভারতে-

শরীর এবং যুবরাজের চরণরাজীবে কুসুমাঞ্জলিরূপে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল

"ট্রেড্‌স এসোসিয়েসনের" বাৎসরিক ভোজনোৎসব উপলক্ষে তিনি প্রতিবৎসরেই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং ১৮৭৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরেই এক একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা উক্ত সভার সভাপতি এবং সভ্যদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। ১৮৭৭সালে তিনি ভারতবর্ষীয় বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনসম্বন্ধে যে প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার অভিজ্ঞতার এবং জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহাতে বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা কার্য্যের মহদুপকার দর্শিয়াছে।

বঙ্গীয় জমিদারদিগের সভা অর্থাৎ "ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" পূর্ব্বে "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে" (ভারতবর্ষীয় সর্ব্বোচ্চ ব্যবস্থাপক সভায়) আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ মাননীয় মহাত্মা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে. সি. এস. আইকে নিয়োগ করেন, . . . তাঁহার নিয়োগকাল উত্তীর্ণ হইলে, উক্ত সভা, কৃষ্ণদাস বাবুকে আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্ব্বাচন করেন। তদনুসারে তিনি ১৮৮২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে মহিমার্ণব গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হয়েন। উক্ত সভার আসন গ্রহণের প্রথম দিবসেই তিনি বলেন যে, "আমি কেবল জমিদারদিগের প্রতিনিধি নহি, দুর্ব্বল প্রজাদিগেরও দুর্ব্বল পক্ষ সমর্থনের জন্য এ সভায় আসিয়াছি।" কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিজ্ঞতম কৃষ্ণদাস . . . রতের উচ্চতম ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া . . . রূপ অধ্যবসায়ের সহিত—

সন্ম্যাসের সহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বলিতে কি, কৃষ্ণদাস যে বাঙ্গালি ছিলেন, ইহা আমাদিগের একটি জাতীয় গৌরব। কৃষ্ণদাস প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতার অক্ষয় সিংহাসন পাতিয়া গিয়াছেন, জীবনান্ত না হইলে—বঙ্গীয় জাতীয় জীবনের শেষ না হইলে, তাহা কস্মিনকালেও স্থানচ্যুত হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের 'ডিবক্‌'খনিস্‌' মান্যবর রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের জীবিতাবস্থায় একবার পূজাদি উপলক্ষে আফিসাদির ছুটি রহিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, কিন্তু ঘোষ মহাশয়ের যত্নে এবং আগ্রহে কেরাণী মহোদয়গণ সেবার অব্যাহতি লাভ করেন। পরে ১৮৮২ সালে পুনরায় সেই বিরক্তিকর বিষয়ের আন্দোলন হয় এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপূজা উপলক্ষে দ্বাদশ দিবস ছুটির আবশ্যক কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি সভা নিয়োগ করেন। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ের অব্যর্থ লেখনী নিরাশ্রয় অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করিল এবং নিরতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত পরিচালিত হইতে লাগিল। অবশেষে বঙ্গকুলচূড়া, লেখকপ্রবর কৃষ্ণদাসের অব্যর্থ লেখনীর জয়লাভ হইল—তাঁহার অমোঘ লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইল। হতভাগ্য কেরাণীগণ দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া কায়মনোবাক্যে স্ব স্ব অভীষ্টদেবতাদিগের নিকট পালমহোদয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল—চতুর্দ্দিক মহাত্মা কৃষ্ণদাসের জয়রবে প্রতিধ্বনিত হইল। এ প্রকার লোক ক্ষণজন্মা সন্দেহ নাই; এ প্রকার মহৎ লোক অবনীমণ্ডলে দুর্লভ। ভারতবর্ষের চতুর্থ ক্ষমতার প্রধান অধিনেতা—

ভূষণের মধ্যে মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল মহোদয়ই কেবল গৌরব-সূচক সি, আই, ই, ('ভারতসাম্রাজ্যের প্রধান সহযোগি')উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। এই অসামান্য ধী-শক্তিসম্পন্ন মহানুভবের হৃদয়-মন্দির পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিমল আলোকে নিরন্তর আলোকিত ছিল *

তিনি স্বদেশের উপকার সাধনের জন্য, দুর্বলের পক্ষ সমর্থনের জন্য, বিপন্নের উদ্ধারের জন্য, অসহায় প্রজার প্রতি রাজার স্নেহ, করুণা এবং সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য অহোরাত্র মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লিষ্ট ও অসুস্থতার আবাসভূমি করিয়া তুলেন "মন্ত্রং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত দেবস্বভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণদাস কি সুস্থতায়, কি অসুস্থতায় সকল সময়েই কর্ত্তব্যপালনে ব্যাপৃত ছিলেন। এইরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণদাস পীড়াগ্রস্ত হইলেন। পীড়া ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইল—কৃষ্ণদাস শয্যাশায়ী। স্মিথ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হই-

* এস্থলে কৃষ্ণদাসের ধর্ম্ম ও পরিবারসম্বন্ধে দুই একটি কথা আবশ্যক। তিনি প্রকৃত হিন্দু ছিলেন—বাটীতে প্রতি বৎসর সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও অটল ভক্তি ছিল। মৃত্যুকালে ভাগিরথীর পবিত্রবারি তাঁহার মুখে অর্পিত ও সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম অঙ্কিত হয়। কৃষ্ণদাসের দুই বিবাহ। এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া প্রথম পত্নীর মৃত্যু হইলে, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র হইয়াছিল, তাঁহাও অকালে কালকবলিত হয়; তদবধি আর পুত্রাদি হয় নাই, তিনি [illegible] কন্যা। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিত আছেন।

লেন—বঙ্গের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং কৃষ্ণদাসকে দেখিতে আসিলেন নগরের প্রধান প্রধান লোকমাত্রেই তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুলাই বুধবার দুই প্রহরের পর পীড়া বৃদ্ধি পাইল, হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইল, পেট ফুলিতে লাগিল। ডাক্তার স্মিথ বলিলেন, "আর কেন? জীবনের আশা নাই, আমার যত দূর সাধ্য করিয়াছি; এখন আমার সাধ্যাতীত।" কৃষ্ণদাস দেখিতে দেখিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, বুধবার সমস্ত রাত্রি অজ্ঞান ছিলেন, ২৪শে জুলাই (৯এ শ্রাবণ ১২৯১), বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্বাস আরম্ভ হইল—বেল ১১টা ৪০ মিনিটের সময় সকল ফুরাইয়া গেল। কৃষ্ণদাসের জীবনপ্রদীপ ৪৫ বৎসর জ্বলিয়া চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইল—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক আকাশের সূর্য্য অস্তমিত হইল! সেই প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগল চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইল—সেই প্রতিভার প্রতিমা—অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত প্রতিভার প্রতিমা—পড়িয়া রহিল!

বেলা ১২টার পর কৃষ্ণদাসের দেহ প্রাঙ্গণে আনীত হইল—বদনে পুণ্যসলিলা ভাগিরথীর বারি প্রদত্ত হইল—সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম অঙ্কিত হইল—তুলসীপত্রে দেহ বিভুষিত হইল—চতুর্দ্দিকে "হরিবোল" "হরিবোল" ধ্বনি হইতে লাগিল খাটের উপর তোষক, তদুপরি শব রক্ষিত হইল—সর্ব্বশরীর শালে ঢাকা, মুখ অনাবৃত, চারি দিকে ফুলরাশি বেলা ৩টার সময় দেহ নিমতলার গঙ্গাঘাটে আনীত হইল—মৃত দেহ দেখিবার জন্য শত শত লোক আসিতে লাগিল মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ডাক্তার কানাইলাল দে,

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হারিসন্ সাহেব, টরণবুল, কিশ্বাব প্রভৃতি মহাত্মাগণ সমবেত হইলেন দীন-দুঃখীদিগকে চাউল, ডাইল ইত্যাদি বিতরিত হইতে লাগিল কৃষ্ণদাসের অধরে নিমতলাস্থিত আনন্দময়ীর চরণামৃত অর্পিত হইল—চারিদিকে পুনরায় মধুর হরিনাম উচ্চারিত হইল—বেলা টার সময় চন্দনকাষ্ঠের চিতায় শায়িত হইয়া ভারতের প্রধান রাজনীতিজ্ঞের দেহ পুড়িয়া ভস্ম হইল।।

সম্পূর্ণ ।